MONOJ MITRA O CHAK BHANGA MADHU, Monoj Mitra and Chak Bhanga Madhu in New Perspectives by Dr. Jayasri Ray, Published by Debasis Bhattacharjee, Bangiya Sahitya Samsad, 6/2 Ramanath Majumder Street, Kolkata : 700 009, August : 2019 . ₹ 250.00

© অধ্যাপক তরুণ মণ্ডল

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনো উপায়েই এই গ্রন্থের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রথম প্রকাশ
অগস্ট, ২০১৯

প্রকাশক
দেবাশিস ভট্টাচার্য
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
অতনু গাঙ্গুলী

বর্ণসংস্থাপন
তন্ময় ভট্টাচার্য
বরানগর

মুদ্রক
অজন্তা প্রিন্টার্স
কলকাতা : ৭০০ ০০৯

ISBN : 978-93-88988-18-6

মূল্য : দুশো পঞ্চাশ টাকা

Scanned with OKEN Scanner

বিষয় বিন্যাস

পঞ্চাশ বছর পরে	৯	সৌমিত্র বসু
নাট্যসৃজনের যাদুকর মনোজ মিত্র	১৫	অপূর্ব দে
বয়ে যাওয়া অনিঃশেষ জীবনের স্ফুলিঙ্গ...		
মনোজ মিত্রের সৃষ্টি কথা	২৪	বনানী চক্রবর্তী
নাট্যকার মনোজ মিত্র	৩৩	তপন মণ্ডল
অভিনেতা মনোজ মিত্র ও তার অভিনয় চিন্তা	৪৮	গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মনোজ মিত্রের নাটক : চাক ভাঙা মধু	৫৩	প্রবীর প্রামাণিক
মনোজ মিত্র : 'চাক ভাঙা মধু' (পুনর্বিচার)	৬১	রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
'চাক ভাঙা মধু' : ব্যঞ্জনাগর্ভ সুসঙ্গত নাম	৬৭	প্রসেনজিত দাস
চাক ভাঙা মধু : শোষিত মানুষের এক চিরন্তন জীবনালেখ্য	৭১	মঞ্জু সাহা
মাপা হাসি চাপা কান্না : 'চাক ভাঙা মধু'র কৌতুক	৭৭	শাওন নন্দী
'চাক ভাঙা মধু : মঞ্চে নেপথ্যে'	৮৩	অরুণকুমার সাঁফুই
চাক ভাঙা মধু : নাটক থেকে নাট্যে	৯৫	জয়শ্রী রায়
স্মৃতি দূরবীনে - 'চাক ভাঙা মধু'	৯৮	মীনাক্ষী সিংহ
চাক ভাঙা মধু : সংলাপের দর্পণে	১০১	স্বপন কুমার আশ
'চাক ভাঙা মধু' : সংলাপের ভাষা	১০৭	লায়েক আলি খান
চাক ভাঙা মধু : প্রত্যাঘাতের পদাবলী	১১২	সুরঞ্জন মিদ্দে
নাট্যসমালোচনার প্রেক্ষিতে চাক ভাঙা মধু	১২০	মনোজ ভোজ

❑ চরিত্রচিত্রণ (১২৫ - ১৬৪)

বাদামি চরিত্র	১২৫	জয়শ্রী রায়
দাক্ষায়ণী : ভিন্ন ভাবনায়, ভিন্ন গদ্যে	১৩১	স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী
অঘোর : শ্বাপদের চেয়ে হিংস্র	১৩৭	স্বপন কুমার আশ
মাতলা—এক লড়াকু মানুষ	১৪১	সোমা ভদ্র রায়
প্রান্তিকতার নিজস্ব আলোকিত মাত্রা ও 'জটা' বৃত্তান্ত	১৪৬	নির্মাল্য মণ্ডল
সমাজ-বাস্তবতার গণিতের ছকে শঙ্কর চরিত্র	১৫৪	টুনু রানী বেরা
চাক ভাঙা মধু : প্রান্তজনের কথা	১৬১	অভিজিৎ বিশ্বাস

❑ সাক্ষাৎকার : জয়শ্রী রায়ের সঙ্গে অন্যান্য নাট্যব্যক্তিত্বের (১৬৫ - ১৯৯)

সাক্ষাৎকার — মায়া ঘোষ	১৬৭
সাক্ষাৎকার — অশোক মুখোপাধ্যায়	১৭৩
সাক্ষাৎকার — বিভাস চক্রবর্তী	১৮৬
সাক্ষাৎকার — মনোজ মিত্র	১৯৩
লেখক পরিচিতি	২০০

Scanned with OKEN Scanner

নাট্যসমালোচনার প্রেক্ষিতে চাক ভাঙা মধু

মনোজ ভোজ

নাটক পাঠ্য। নাট্য দেখবার। বহু নাটকই আছে পাঠেই পরিণতি পায়। মঞ্চায়নের সুযোগ ঘটে যে নাটকের তাকে মঞ্চের প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করার মধ্যে বিশেষ পাওনা। অন্তত এরকমই একটি ধারণা নিয়ে আমাদের নাটক পাঠ। তার টীকাটিপ্পনী ভাষ্য রচনায় আমরা তৃপ্তির ঢেঁকি রচনা করি মুখমন্ডলে। অথচ নাটকের সার্থকতা মঞ্চে। আর যে নাটক মঞ্চ সফল তার দর্শক হতে না পারার বেদনা আমাদের মতো রঙ মেখে সঙ সাজা থিয়েটারওয়ালার পক্ষে কষ্টকর। যখন তা কপালে জোটে না তখন সমকালীন সমালোচনা পড়েই ক্ষান্ত থাকতে বাধ্য হই।

মনোজ মিত্রের বহু নাটকের মতোই 'চাক ভাঙা মধু' নাটকটি মঞ্চসফল নাটক। থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় রঙ্গনায় প্রথম অভিনীত হয় ১৬ মে ১৯৭২-এ। সমকালীন সমালোচনার পরিচয় দেবার আগে উল্লেখযোগ্য এই নাট্যের নির্মাণে যাঁরা ছিলে না তাঁদের কথা। আলো করেছেন তাপস সেন, মঞ্চভাবনায় মহেশ সিংহ, সঙ্গীতে সৌরেশ দত্ত, রূপসজ্জায় ছিলেন শক্তি সেন। অভিনয়ে ছিলেন মাতলা-অশোক মুখোপাধ্যায়, জটা-বিভাস চক্রবর্তী, অঘোর ঘোষ-বিমলেন্দু ঘোষ, বৃদ্ধ বেহারা-গৌরাঙ্গ গুহ ঠাকুরতা, ষষ্ঠী-চিত্ত দে, দাক্ষা-বুলা সেনগুপ্ত। কয়েকটি চরিত্রে দুটো নাম পাওয়া যায়। যেমন- বাদামী চরিত্রে মায়া ঘোষ ও সুচেতা দাস, ফুকনা চরিত্রে অমিয় মুখোপাধ্যায় ও আশিস মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর চরিত্রে মানিক রায়চৌধুরী ও অমিয় মুখোপাধ্যায়, প্রথম বেহারা চরিত্রে-সমর দাশগুপ্ত ও বাচ্চু দাশগুপ্ত।

'চাকভাঙা মধু' নাটকের মঞ্চায়ন কেমন হয়েছিল জানাবার জন্য সমকালীন সমালোচনা দেখলে লক্ষ করা যাবে বিচিত্র মতামত উঠে আসছে। এটাই স্বাভাবিক। শিল্পকলা কখনোই একমাত্রিক নয়, দর্শক-সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিও দুইয়ে দুইয়ে চার করা যাবে না। ফলে নানা ধরনের ভাবনাচক্র চলতেই থাকে। একটি ক্ষেত্রে সব সমালোচক একমত, প্রযোজনা সফল। সেই সফলতা প্রসঙ্গে উঠে আসে টিম ওয়ার্ক, মঞ্চব্যবস্থা, পরিচালনা, নির্দিষ্ট কয়েকজনের অভিনয়দক্ষতা ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়। অন্যদিকে প্রযোজিত কিছু ত্রুটির উল্লেখও রয়েছে। ত্রুটি বিষয়ে যুক্তির প্রসঙ্গ আসে। নাট্যকলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কার্যকারণপরম্পরা সূত্রে বিধৃত হওয়া। এ তো আসলে বিজ্ঞান। কেবল আনন্দদানই নয়, নাটক বা নাট্য আমাদের কিছু বলে, ভাবায়। ভাবানোর জন্য বিজ্ঞান আবশ্যিক। কেবল সম্ভাব্য নয়, সত্যকেই প্রমাণ করে। তাই যুক্তির প্রসঙ্গ থাকবেই। সমালোচক কেবল আনন্দ পেতেই নাট্য দেখেন না, আনন্দের উৎস খোঁজেন। সেখানে যুক্তির দুর্বলতা নাট্যের বাঁধান শিথিল করে দিলে সমালোচক প্রশ্ন তোলেন।—

> তাড়ির ঝোঁকে সাপটাকে মেরে কলসীর মুখটা কসে বাঁধার যুক্তিটা যেমন দুর্বল, বাদামীর তোলা ঝড়ের তোড়েও তেমনি ছিল বাঞ্ছিত তেজের অভাব। (পাক্ষিক অভিনব পত্রিকা, আগস্ট)